দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই জরুরী

একমুখী শিক্ষা বাতিলের দাবি উঠেছে। রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের উদ্যোগে সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-ছাত্র-অভিভাবকদের এক সমাবেশে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হবে। সেখানে সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, ধর্মনিরপেক্ষ একমুখী শিক্ষার দাবি জানানো হয়েছে। দাবি উঠেছে এক বছরের জন্য একমুখী শিক্ষা স্থগিত করলে হবে না, এটি পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। অপচয়কৃত টাকার ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে। বলা হয়েছে, শিক্ষা সঠিক না হলে গণতন্ত্র কার্যকর হয় না।

একমুখী শিক্ষা সরকার বাতিল করেনি। এক বছরের জন্য বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছে মাত্র। একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে দেশব্যাপী তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। বিভিন্ন মহল থেকে ঐ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রতিবাদ ওঠে। অনেক বিশেষজ্ঞই বলেন, একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। একমুখী শিক্ষা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এই পদ্ধতির বিভিন্ন দুর্বলতা, ত্রুটি এবং অসঙ্গতির কথাও উল্লেখ করেছিলেন সে সময়। মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশনের সুপারিশের দোহাই দিয়ে ঐ পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সেই কমিশনের প্রধান ড. মনিরুজ্জামান মিঞা স্বয়ং বলেছিলেন, কমিশনের রিপোর্টে যেভাবে একমুখী শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল আর যে একমুখী শিক্ষা চালুর কথা বলা হচ্ছে তা এক নয়। রিপোর্টে নাকি ওভাবে সুপারিশ করা হয়নি।

জানা যায়, মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের অনেক প্রস্তাব ও সুপারিশ করে। সরকার সেসব সুপারিশ গ্রহণ না করে মাধ্যমিক পাঠক্রম নিয়ে ঐ সিদ্ধান্ত নিতে যায় কেন, সে বিষয় নিয়েও সে সময় প্রশ্ন ওঠে। মানুষ এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায় দেশ। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় শিক্ষা ব্যবস্থা। আসলে শিক্ষা ব্যবস্থা যত এগোবে, মানুষ ততই তার হাত ধরে এগিয়ে যাবে—এটাই মূল কথা। সে কারণে অনেকেই সরকারের ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। তাঁরা বলেন, ঐ পদ্ধতি চালু হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তা পেছন দিকে ঠেলে দেবে।

নানা বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে সরকার ঐ ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্তটি এক বছরের জন্য স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময়ও বিভিন্ন মহল থেকে বলা হয়—স্থগিত করাই যথেষ্ট নয়, ঐ সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, একমুখী শিক্ষা শুধু স্থগিত করলেই হবে না, তা পুরোপুরি বাতিল করতে হবে।

যাই হোক, প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষা স্থগিত করার পর এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছিলেন—কারও চাপে নয়, কেবল রাজনৈতিক সংঘাত এড়ানোর জন্যই একমুখী শিক্ষা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

এক বছরের জন্য সরকার ঐ ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত করলেও খানিকটা স্বস্তি এসেছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি স্বস্তি আসেনি। কারণ ওটা পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি। সবার দাবি, ওটা পুরোপুরি বাতিল করা হোক এবং তার জায়গায় আধুনিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হোক। সেই দাবির প্রেক্ষিতেই শহীদ মিনারে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-ছাত্র-অভিভাবকদের সমাবেশ। সেই সমাবেশে দাবি উঠেছে এক বছরের জন্য স্থগিত হলে চলবে না, ঐ সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বাতিল করে এবং গতানুগতিক শিক্ষা কাঠামো বাতিল করে একটি সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেক্যুলার বিজ্ঞানভিত্তিক ও একমুখী শিক্ষা চালু করা হোক।

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। এই মেরুদণ্ড যত সবল ও শক্ত হবে জাতি তত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। দুর্বল হলে পারবে না। আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে আমরা কি সমান তালে তার সঙ্গে চলতে পারছি? এখানে আরও একটি প্রশ্ন— আমরা কি ঐ গতির সঙ্গে আদৌ এগোতে চাই কিনা? এর উত্তর হতে হবে—অবশ্যই চাই। আর সে জন্যই মাধ্যমিক পর্যায়েই আরও বেশি করে বিজ্ঞানকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। সেকেলে একমুখী শিক্ষা নয়, সেজন্যই চাই আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। কারণ এর সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাই শুধু নয়, দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিও জড়িত রয়েছে।